তফসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

১। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৬; এবং

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক।

২। **অনুষদ**।-(১) কোনো অনুষদ উহার ডিন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডিন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ;

(গ) অনুষদের অনধিক ১০ (দশ) জন অধ্যাপক, যাহারা ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের কোনো বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এইরূপ বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ৩ (তিন) জন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকরিতে নিয়োজিত নহেন এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে,যথা:-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকগণের নাম সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। **বিভাগ**।-(১) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডিনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে, বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে পালাক্রমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে ভাইস চ্যান্সেলর সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করিবেন।

ব্যাখ্যা।-এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোনো ক্ষেত্রে পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডিনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৫) বিভাগের নীতি-নির্ধারণী বিষয়াদি বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটি এবং বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৬) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে অ্যাকাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;

(গ) পরীক্ষা পরিচালনা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলি।

(৭) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৩ (তিন) জন হইতে হইবে।

(৮) বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ প্রদান।

৪। **পাঠক্রম কমিটি**।-(১) প্রতিটি বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিভাগসমূহের শিক্ষকগণ;

(গ) অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক সুপারিশকৃত ও ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক; এবং

(ঘ) অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য যাহাদের একজন হইবেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং অপর জন হইবেন বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট একজন প্রতিনিধি।

(২) পাঠক্রম কমিটি, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অনুষদের অধীন কোনো বিভাগে শিক্ষক না থাকিলে, অনুষদের ডিন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৫। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলি**।-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(গ) ভাইস চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৬। **নিয়োগ বোর্ড**।-(১) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের জন্য নিম্নরূপ পৃথক পৃথক নিয়োগ বোর্ড থাকিবে, যথা:-

(ক) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৩) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্য হইতে একজন হইবেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন; এবং

(৫) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;

(৫) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(৬) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(৭) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৮) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান চিকিৎসক এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৫) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি;

(৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৭) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বহিস্থ ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৬) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঙ) ১১তম হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণের নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড:

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, যদি থাকেন;

(৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান;

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(৬) রেজিস্ট্রার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) নিয়োগ বোর্ড ২ (দুই) বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৩) কোনো নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট ঐকমত্য পোষণ না করিলে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **আবাসিক হল**।-(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের আবাসিক হলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

(২) আবাসিক হলের প্রভোস্ট ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানকারী এবং কর্মচারীগণ, সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সিন্ডিকেট আবাসিক হলসমূহের নামকরণ করিবে।

৮। **সম্মানসূচক ডিগ্রি**।-কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোনো প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটিতে সমর্থন প্রদান করিলে, উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

৯। **রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট**।-(১) গ্র্যাজুয়েট হইবার পর অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী আবেদনকারী গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্ট্রেশন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ রেজিস্টার্ড থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে রেজিস্ট্রেশনকৃত কোনো ব্যক্তি এককালীন নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য তাহার নাম রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনেরো) বৎসর বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া থাকিলে, তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোনো ফি প্রদান না করিয়াই, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) বকেয়া ফি পরিশোধ না করিবার কারণে কাহারও নাম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তিনি এককালীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া, আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টার্ড হইতে পারিবেন।

(৪) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফি শিক্ষা-বৎসরের যেকোনো সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন; তবে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোনো শিক্ষা-বৎসরের বকেয়া ফি প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৫) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোনো শিক্ষা-বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা-বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফিস পরিশোধ করেন।

(৬) সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরমে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফি প্রদান করা না হইলে, পুনঃতালিকাভুক্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্র্যাজুয়েটগণের রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:-

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য; এবং

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার ১ (এক) জন সদস্য।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপদ্ধতি উক্ত কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৯) নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১০। **শিক্ষাক্রম**।-অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১১। **সংবিধির ব্যাখ্যা**।-এই সংবিধির কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।